দৈনিক
ইত্তেফাক

06 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

টাঙ্গাইলে এসএসসি ও দাখিলের অতিরিক্ত ফি ফেরত দেয়া হয়নি

■ মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

হাইকোর্টের নির্দেশের পরও টাঙ্গাইল জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের অতিরিক্ত ফি ফেরত পাননি। গত ২০ জানুয়ারি এসএসসির ফরম পূরণের অতিরিক্ত টাকা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের হাতে ফেরত দেয়ার নির্দেশ ছিল হাইকোর্ট ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাঙ্গাইলের ১১ উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা একটি টাকাও অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ফেরত দেননি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে ভুক্তভোগী অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিরাজ করছে চরম ক্ষোভ এবং কোন কোন অভিভাবক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের নামে মামলা করার চিন্তা ভাবনা করছেন বলে জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, অতিরিক্ত ফি বাবদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা হাতিয়ে নিয়েছে প্রায় ১১ কোটি টাকা।

মির্জাপুর উপজেলাসহ টাঙ্গাইলের কয়েকটি উপজেলায় খোঁজ নিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। টাঙ্গাইল জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, টাঙ্গাইলের ১১ উপজেলায় এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫০২ টি এবং এমপিওভুক্ত দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে ৩৮৮টি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে আসছে এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী নিম্নবিত্ত পরিবারের। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি ১৩৮০ টাকা থেকে ১৪৫০ টাকা। কিন্তু টাঙ্গাইলের ১১ উপজেলায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জিম্মি করে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফির চেয়ে তিন থেকে চার গুণ বেশি টাকা নিয়ে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয় উন্নয়ন, কোচিং ফিসহ নানা অজুহাতে এই বিপুল অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফি নিয়েছে ২৫শ টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি বলে ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা জানিয়েছেন।

হাইকোর্ট ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা

•

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের মামলার প্রস্তুতি

অনুসন্ধানে জানা গেছে, টাঙ্গাইলের ১১ উপজেলায় এমপিওভুক্ত ৮৯০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২০১৫ সালে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪২ হাজার। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১৪শ টাকা হারে ফি দাঁড়ায় ৫ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। কিন্তু ৮৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে গড়ে ৪ হাজার টাকা করে অতিরিক্ত ফি বাবদ ১৬ কোটি ৮ লাখ টাকা আদায় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। অতিরিক্ত ১০ কোটি ৯২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মাদ্রাসার সুপার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা। এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড এবং হাইকোর্ট রুল জারি করে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অতিরিক্ত টাকা ফেরত প্রদানের জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত টাঙ্গাইলে কোন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টাকা ফেরত দেয়নি। এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিও) মোঃ শফিউল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়নি। তবে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিয়েছে। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাইকোর্ট এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করেছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হবে।